ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ০৬৩ ● কলকাতা ● ২১ ফাল্গুন, ১৪৩১ ● বৃহস্পতিবার ● ০৬ মার্চ ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে সাড়া, লন্ডন সফরে মমতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

লন্ডনে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে লন্ডনে যাচ্ছেন তিনি। আগামী ২১ মার্চ দুবাই হয়ে লন্ডনে যাবেন মমতা। সূত্রের খবর, এবারের বিদেশ সফরেও শিল্প নিয়ে হতে পারে বৈঠক।

এর আগে গত ২০২১ সালে একবার মুখ্যমন্ত্রীর রোম সফরে বাগড়া দিয়েছিল কেন্দ্র। সে বছর নেপাল সফরের অনুমতিও দেওয়া হয়নি মুখ্যমন্ত্রীকে। ২০২৩ সালে মমতাকে দুবাই এবং স্পেন সফরের অনুমতি দেওয়া হবে কিনা, তা নিয়েও সংশয় ছিল নবান্নের কর্তাদের। তবে সেবার মিলেছিল বিদেশমন্ত্রকের সবুজ সংকেত। রাজ্যে ক্ষমতার আসার পর থেকে বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন আয়োজন করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।দেশ, বিদেশের অগণিত শিল্পপতি যোগ দেন বৈঠকে। বিনিয়োগও আসে। গত ২০২৩ সালে বিদেশের মাটি থেকে লগ্নি টানতে স্পেন সফরে গিয়েছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেবার ব্যাপক লগ্নিও আসে। এবার অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে লন্ডন সফরে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। সূত্রের খবর, ব্রিটেনে শিল্প বৈঠকও করার কথা তাঁর। রাজ্যে ফের বিদেশি বিনিয়োগ আসার আশায় বুক বাঁধছে শিল্পমহল।

মমতার ভবানীপুরে পদ্ম ফোটাতে মরিয়া শুভেন্দু, অফিস খুলছেন মুখ্যমন্ত্রীর পাড়াতেই?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বিধানসভা নির্বাচনের এখনও বাকি অন্তত বছর খানেক। কিন্তু, এর মধ্যেই উত্তাপ বাড়তে শুরু করেছে কলকাতার ৭৩ নম্বর ওয়ার্ডে। কারণ, ওই ওয়ার্ড শহর তথা রাজ্যের সবথেকে বড় 'ভিভিআইপি ওয়ার্ড'। আর, এই ভিভিআইপি ওয়ার্ডেই এবার ঘাঁটি গাড়তে চলেছেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা তথা বিজেপি বিধায়ক

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

মৃত্যুঞ্জয় সরদারের নয়টি বইয়ের মধ্যে কলকাতার কলেজ স্ট্রিটে পাঁচটি বই পাওয়া যাচ্ছে। অন্যান্য বইগুলো সব বিক্রি হয়েছে।

কলেজ স্ট্রিটে পাওয়া যাচ্ছে বইগুলোর নাম

ঈশ্বরী কথা আর মাতৃশক্তি কলেজ স্ট্রিট কেশব চন্দ্র স্ট্রিটে অশোক পাবলিশিং হাউসে

মনে পড়ে কলেজ স্ট্রিট দিব্যজ্ঞান প্রকাশনী হাউসে

সুন্দরবন ও সুন্দরবনবাসি বর্ণপরিচয় বিল্ডিংয়ে উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দিরে

কলেজ স্ট্রিট সারাদিন পাবলিকেশনের পাওয়া যাচ্ছে আর্তনাদ নামের বইটি। এই বইটি অনলাইনে বুক করলে পোস্ট অফিসে বাড়ি পৌঁছে যাবে।

যোগাযোগ নম্বর ৯৫৬৪৩৮২০৩১

আপনি কি চান সেন্ট্রাল ফোর্স ডাকব?' যাদবপুর নিয়ে মামলায় মন্তব্য প্রধান বিচারপতির

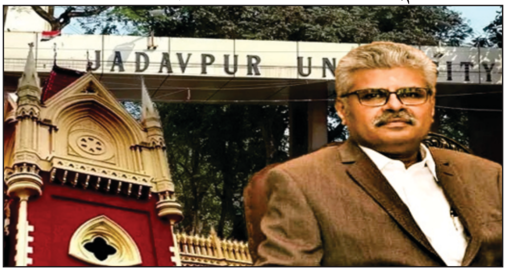

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা নিয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে । দ্রুত শুনানির আর্জি জানানো হয়েছিল তবে বুধবার তা খারিজ করে দিলেন প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম। স্পষ্ট জানালেন, যাদবপুরের বর্তমান পরিস্থিতিতে হস্তক্ষেপ করতে রাজি নন তিনি।গত শনিবার রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো হওয়ার সময় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশৃঙ্খলার সূত্রপাত। অভিযোগ, সেই সময়ে উপাচার্য আহত হন এবং দুই ছাত্রও গুরুতর চোট পান। এক পড়ুয়ার অভিযোগ, শিক্ষামন্ত্রীর গাড়ি তাঁকে চাপা দিয়েছে, অন্য পড়ুয়ার পায়ের উপর দিয়ে গাড়ির চাকা চলে গিয়েছে। এরপর থেকেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর। প্রসঙ্গত বুধবারই বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা উপাচার্যের সঙ্গে আলোচনার জন্য বিকেল ৪টা পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে। তাঁরা জানিয়েছে, যদি উপাচার্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাঁদের সঙ্গে কথা না বলেন, তবে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন। তবে উপাচার্য অসুস্থ হয়ে বর্তমানে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।মামলাকারী আইনজীবী অর্ক নাগের দাবি ছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি যাতে দূর স্বাভাবিক হয় তার জন্য হাইকোর্ট অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করুক। কিন্তু প্রধান বিচারপতির সাফ বক্তব্য, "আইনশৃঙ্খলা দেখার দায়িত্ব রাজ্যের। রাজ্য পুলিশই পরিস্থিতি সামলাবে।'' এর পাল্টা আইনজীবী জানান, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গেটের মুখে তাদের নিরাপত্তারক্ষী দাঁড় করিয়ে রেখেছে। রাজ্য পুলিশকে ভিতরে ঢুকতে দিচ্ছে না।

আইনজীবীর আরও দাবি, প্রতিদিন পরিস্থিতি খারাপ হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বুধবার যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে না আসেন তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া হবে বলে ছাত্র-ছাত্রীরা হুঁশিয়ারি দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় অকেজো করে দেওয়া হবে বলে দাবি তাঁর। যদিও প্রধান বিচারপতি এই যুক্তি মানতে চাননি। তাঁর প্রশ্ন, ''আপনি কি চাইছেন সেন্ট্রাল ফোর্সকে দায়িত্ব দেব?'' পাশাপাশি বলেন, ''এটা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের দায়িত্ব তারা কী করবে, না করবে। একটা ঝামেলা হয়েছে। সংবাদপত্রে দেখলাম তা অনেকটাই মিটেছে। পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক।'' প্রধান বিচারপতির যুক্তি, এইসব ক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষ হস্তক্ষেপ না করলেই ভাল। তাঁর কথায়, ''বিশ্ববিদ্যালয় ইউজিসি-র নির্দিষ্ট নিয়মে চলে। আদালত কি বিশ্ববিদ্যালয়কে বলতে পারে তুমি গেটের চাবি এখন তৃতীয় পক্ষ কাউকে দাও, আর সন্ধেবেলা ফেরত নিয়ে নাও? আমার মনে হয়, নিজে থেকেই সমস্যা মিটে যাবে।'' এই বলে তিনি জরুরি ভিত্তিতে এই মামলার শোনার আর্জি খারিজ করেছেন। জানিয়েছেন, স্বাভাবিকভাবে লিস্টে যখন আসবে, তখন শুনবেন।

স্বাস্থ্য কেন্দ্রে থেকে অর্ধেক ইনজেকশন দেওয়ার অভিযোগ উঠলো হাওড়ার বাগনানে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

স্বাস্থ্য কেন্দ্রে থেকে অর্ধেক ইনজেকশন দেওয়ার অভিযোগ উঠলো হাওড়ার বাগনান এক ব্লকের একটি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্তব্যরত স্বাস্থ্য কর্মীর বিরুদ্ধে। জানা গিয়েছে বাগনানের হিজলক গ্রামের বাসিন্দা সত্যজিৎ দাসের স্ত্রী দুই মাসের সন্তানসম্ভবা। বুধবার স্ত্রীকে নিয়ে হিজলক শীতলাতলায় অবস্থিত সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রে যান সত্যজিৎ। কিন্তু গিয়ে দেখেন টি টি ইনজেকশনের (৫ মিলি) অর্ধেক টি দিয়ে বাকী অংশ ফেলে দেওয়া হল।এরপর সত্যজিৎ বাবু ও আরো কয়েকজন প্রতিবাদ করেন এবং স্বাস্থ্য কর্মীর দূর্ব্যবহারের শিকার হন।বিষয়টি নিয়ে লিখিতভাবে বাগনান এক ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের লিখিত অভিযোগ জানান সত্যজিৎবাবু। বাগনান এক ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক সানাউল্লা খান অভিযোগ প্রসঙ্গে জানান," একটা অভিযোগ এসেছে। আমরা তদন্ত করে দেখছি ঠিক কি হয়েছে।"

আবার যোজনা র উপভোক্তার কাছ থেকে কাঠ মানি নেওয়ার অভিযোগ তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে

সুচিন্ত্য গোস্বামী, পত্রসায়ের, বাঁকুড়া

বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়ের থানার বেলুট রসুলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বামুনপাড়া গ্রামের বাসিন্দা লাল্টু বাগদী নামের এক আভাস উপভক্তার কাছে ৫০০০ টাকা কাঠ মানি নেওয়ার অভিযোগ স্থানীয় এক তৃণমূল নেতা তুষার কান্তি মুখার্জির বিরূদ্ধে।

সম্প্রীতি আভাস নিয়ে কেন্দ্রের বঞ্চনার পর রাজ্য সরকারের একক প্রচেষ্টায় রাজ্যের 12 লক্ষ উপভক্তা কে প্রথম কিস্তির টাকা দিয়েছে রাজ্যে। সেই তালিকায় নাম রয়েছে বেলুট রসুলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বামুনপাড়া গ্রামের বাসিন্দা লাল্টু বাগদীর। অভিযোগ লাল্টু প্রথম কিস্তির টাকা পেতেই তাঁর বাড়িতে যায় স্থানীয় তৃণমূল নেতার তুষার কান্তি মুখার্জি। উপভোক্তা কে বলে দশ হাজার টাকা দিতে। উপভোক্তা তাকে ৫০০০ টাকা দেন। উপভোক্তার দাবি ওই তৃণমূল নেতা তাকে বলে সকলের কাছে ৫০০০ টাকা করে নেওয়া হয়েছে তাই তাকেও দিতে হবে। উপভোক্তা আরো বলেন ওই তৃণমূল নেতা বলেছে ভালোবেসে সবাই তার কাছেই টাকা নেওয়া হচ্ছে।

অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ। কেউ তাকে ভয় দেখিয়ে এ কথা বলা করাচ্ছে। আবাস প্রকল্পে উপভোগ করা যাতে কাউকে টাকা না দেয় সেই প্রচার বাড়ি বাড়ি গিয়ে করে এসেছেন তারা। এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

তৃণমূল নেতার এই টাকা নেওয়ার অভিযোগ সামনে আসতেই শাসকবিরোধী তরজা। বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির মুখাপাত্র দেবপ্রিয় বিশ্বাস বলেন তৃণমূলের নেতার টাকা নেবে না এটা হতেই। যারা টাকা দিয়ে এসেছে তারা পদ পেয়েছে, এখন যারা টাকা নিচ্ছে তারা আগামী দিনের পদ পাবে।

বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার যুব সভাপতি সুব্রত দত্ত বলেন বিষয়টি তাদের জানা নেই। যদি কোন তৃণমূল নেতা এই কাজ করে প্রশাসন তার বিরুদ্ধে এই দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেক। যদি দলগতভাবে এই অভিযোগ আসে দল থেকেও তার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

(১ম পাতার পর)

মমতার ভবানীপুরে পদ্ম ফোটাতে মরিয়া শুভেন্দু, অফিস খুলছেন মুখ্যমন্ত্রীর পাড়াতেই?

শুভেন্দু অধিকারী।গত প্রায় ১০ বছরের পরিসংখ্যান পাথেয় করে শুভেন্দু ভবানীপুর জেতার কৌশল নিয়েছেন। এই কেন্দ্রে বিজেপির ভোট বাড়াতে নাকি 'গোপন টিম' তৈরি করা হয়েছে! যে টিমের সম্ভাব্য সদস্য সংখ্যা ১০০ জনেরও বেশি।

স্থির করা হয়েছে, এই টিমের সদস্যরা ২ মাস অন্তর তথ্য সংগ্রহ করে পরিস্থিতির আঁচ পাওয়ার চেষ্টা করবেন। সেই তথ্যের উপর ভিত্তি করে এবং এলাকার ভোটার তালিকা খতিয়ে দেখে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে। আর, সেই পুরো বিষয়টা পরিচালনা করা হবে শুভেন্দুর ৭৩ নম্বর ওয়ার্ডের নয়া কার্যালয় থেকে।এমনিতে ভবানীপুর হল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিধানসভা কেন্দ্র। আর, ৭৩ নম্বর ওয়ার্ডেই রয়েছে মমতার কালীঘাটের বসত ভিটে। আবার, এই ওয়ার্ডেই আলাদা বাড়িতে থাকেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অফিসও এই ওয়ার্ডের মধ্যেই পড়ে। এখানেই শেষ নয়। মুখ্যমন্ত্রীর ভাই কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায় এই ওয়ার্ড থেকেই কলকাতা পুরনিগমের নির্বাচিত কাউন্সিলর।

এহেন 'হাই-প্রোফাইল' ওয়ার্ডেই তাঁর কার্যালয় খুলতে চলেছেন শুভেন্দু। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী ১ মে (২০২৫) এই কার্যালয়ের উদ্বোধন করা হতে পারে। শোনা যাচ্ছে, 'দাদা'র এই সিদ্ধান্তে নাকি ভবানীপুরের বিজেপি নেতা-কর্মীরাও চাঙ্গা! আনন্দবাজার পত্রিকা-এ প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুসারে - আগামী বিধানসভা নির্বাচনে (২০২৬) শুভেন্দু অধিকারী নন্দীগ্রামের পাশাপাশি ভবানীপুর থেকেও প্রার্থী হতে পারেন! কিন্তু, এই সম্ভাবনা একেবারেই হাওয়ায় ভাসছে। কোনও তরফ থেকে কোনও পক্ষ এ নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য করেনি।প্রসঙ্গত, দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রটি গঠিত হয়েছে মোট আটটি ওয়ার্ড নিয়ে। এগুলি হল - কলকাতা পুরনিগমের অন্তর্গত - ৬৩, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৭ এবং ৮২ নম্বর ওয়ার্ড। গত লোকসভা নির্বাচনের হিসাব বলছ, এই আটটি ওয়ার্ডের মধ্যে পাঁচটিতেই (৬৩, ৭০,৭১, ৭২ এবং ৭৪ নম্বর ওয়ার্ড) এগিয়ে ছিল বিজেপি। তবে, বাকি তিনটি ওয়ার্ডে (৭৩, ৭৭ এবং ৮২ নম্বর ওয়ার্ড) রাজ্যের শাসকদলের জয়ের ব্যবধান ছিল বিরাট। সেই কারণেই সামগ্রিকভাবে জয়ী হন তৃণমূলের প্রার্থী।কিন্তু, লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, গত লোকসভা নির্বাচনে মমতার ৭৩ নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপি পিছিয়ে ছিল মাত্র ২৭৯টি ভোটে! আবার, ২০১৪ এবং ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে ওই ৭৩ নম্বর ওয়ার্ডেই বিজেপি তৃণমূল কংগ্রেসের থেকে এগিয়ে গিয়েছিল! অন্যদিকে, ২০১৫ সালের পুরভোটে ভবানীপুরের দু'টি ওয়ার্ডে সফলভাবে পদ্ম ফুটিয়েছিল বিজেপি!

অন্যদিকে, একুশের নির্বাচনে পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রে জোর টক্কর ও বিস্তর বিতর্কের পর শুভেন্দু অধিকারীর কাছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরাজিত হন মাত্র ১,৯৫৭টি ভোটের ব্যবধানে। তারপর ভবানীপুর থেকে ফের ভোটে দাঁড়ান মমতা। জয়ী হন ৫৮,৮৩৫টি ভোটের ব্যবধানে।এই প্রেক্ষাপটে ভবানীপুরে মমতাকেই তৃণমূল কংগ্রেসের সম্ভাব্য প্রার্থী ধরে নিয়ে সেখানকার মোট আটটির মধ্যে সাতটি ওয়ার্ডে জেতার কৌশল নিয়েছেন শুভেন্দু। যে ওয়ার্ডটিকে তিনি বাদ রেখেছেন, সেটি হল সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ৭৭ নম্বর ওয়ার্ড। এবং সূত্রের দাবি, শুভেন্দু তথা বিজেপি ধরেই নিয়েছে, ওই ওয়ার্ডে মমতাকে হারানো যাবে না।

গত প্রায় ১০ বছরের পরিসংখ্যান পাথেয় করে শুভেন্দু ভবানীপুর জেতার কৌশল নিয়েছেন। এই কেন্দ্রে বিজেপির ভোট বাড়াতে নাকি 'গোপন টিম' তৈরি করা হয়েছে! যে টিমের সম্ভাব্য সদস্য সংখ্যা ১০০ জনেরও বেশি।

অভিষেক-ঘনিষ্ঠ সঞ্জয় অতীত! এবার মমতার মানহানির মামলা লড়বেন 'এই' দাপুটে আইনজীবী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

মানহানির মামলা করেছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস । মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ চারজনের বিরুদ্ধে এই মামলা করা হয়েছিল। এবার সেই মামলাতেই মুখ্যমন্ত্রীর আইনজীবী বদল করা হল। সরিয়ে দেওয়া হল আইনজীবী সঞ্জয় বসুকে। যিনি আবার ঘটনাচক্রে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী হিসেবে পরিচিত।

এতদিন অবধি এই মামলা দেখছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী সঞ্জয় বসু । যিনি আবার তৃণমূল সেনাপতি অভিষেক-ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত। তবে এবার থেকে এই মামলা লড়বেন তৃণমূল সাংসদ

এরপর ৬ পাতায়

শতাধিক হোমগার্ড নিয়োগ হতে চলেছে কলকাতা পুলিশে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি নানা সভা-সমাবেশ থেকে জানিয়েছিলেন, খুব শীঘ্রই পুলিশে নিয়োগ হবে। লালবাজারের পক্ষ থেকেও প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল যাতে নিয়োগ করা হয়। বেশ কিছু হোমগার্ডের প্রয়োজন আছে বলে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল। এবার সেই প্রস্তাবে ছাড়পত্র দিল নবান্ন। তা এসে পৌঁছেছে লালবাজারে।

এছাড়া কলকাতা পুলিশের এলাকা এখন অনেকটা বেড়ে গিয়েছে। তাই সেখানে এখন পুলিশকর্মীর প্রয়োজন আছে। ভাঙড় এখন কলকাতা পুলিশের অধীনে। ফলে সেখানে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পুলিশকর্মীর প্রয়োজন। তাই লালবাজার থেকে হোমগার্ড নিয়োগ করার প্রস্তাব গিয়েছিল নবান্নে। আর তাতে সবুজ সংকেত মিলতেই এখন জোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। কলকাতা পুলিশের অধীনে ছিল ৩২৪ বর্গ কিমি এলাকা। সেটা এখন বেড়ে হয়েছে ৫৩০ বর্গ কিমিতে। এই পরিস্থিতিতে ৫০০ হোমগার্ড নিয়োগ হলে সুরক্ষা এবং নিরাপত্তার বিষয়টি আরও সুনিশ্চিত করা যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। আর তা থেকে জানা যাচ্ছে, কলকাতা পুলিশে ৫০০ জন হোমগার্ড নিয়োগ করা হবে। এই খবর এখন প্রকাশ্যে এসেছে। যা কর্মসংস্থানের জন্য বড় সুখবর। এই অর্থবর্ষের শুরুতেই নিয়োগ হতে চলেছে বলে লালবাজার সূত্রে খবর।

এদিকে এই নিয়োগের ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ পদ কলকাতা পুলিশ

এরপর ৪ পাতায়

সম্পাদকীয়

আগামী ২৫ বছরে ভারতে মুসলিম জনসংখ্যা লাফিয়ে বাড়বে

আগামী ২৫ বছরে ভারতে মুসলিম জনসংখ্যা লাফিয়ে বাড়বে। অর্থাৎ ২০৫০ সালের মধ্যে ইন্দোনেশিয়াকে টপকে বিশ্বের সবচেয়ে বড় মুসলিম জনসংখ্যার দেশ হতে চলেছে ভারত। এমনই দাবি এক গবেষণায়। তবে এরই পাশাপাশি এদেশে হিন্দু জনসংখ্যাও যে অনেকটাই বাড়বে সেকথাও বলা হয়েছে গবেষণায়। পিউ রিসার্চ সেন্টার একটি রিপোর্ট পেশ করেছে। সেখানে বলা হয়েছে, সারা বিশ্ব জুড়েই ধর্মীয় জনঘনত্ব প্রতিনিয়ত বদলাচ্ছে। ২০৫০ সালের মধ্যে জন্মহার ও প্রধান ধর্মগুলির তরুণ সদস্যের সংখ্যার প্রভাবে অনেক কিছুই বদলাবে। আর তার ফলে ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বের ইসলাম ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা প্রায় সমান সমান হবে। আগামী আড়াই দশকে ইউরোপের মুসলিম জনসংখ্যা এখনকার তুলনায় ১০ শতাংশ বাড়বে। অন্যদিকে আমেরিকা ও ফ্রান্সের মতো দেশে এমন মানুষের সংখ্যা বাড়বে যাঁরা কোনও ধর্ম পালন করবেন না। এর ফলে ২০৫০ সালের মধ্যে আমেরিকায় খ্রিস্টানদের সংখ্যা কমবে। অ-খ্রিস্টানদের সংখ্যা বাড়বে। দ্বিতীয় স্থানে থাকবে না ইহুদিরা। অন্যদিকে ২০৫০ সালের মধ্যে ভারতই হবে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি মুসলিম জনসংখ্যার দেশ। যদিও হিন্দু জনসংখ্যাও এখনকার তুলনায় অনেকটাই বাড়বে। কেবল সারা বিশ্ব জুড়েই বৌদ্ধ জনসংখ্যা বাড়বে না। তা অপরিবর্তিতই থাকবে। যদিও সারা পৃথিবী জুড়ে বৌদ্ধ জনসংখ্যা অপরিবর্তিতই থাকবে।

প্রসঙ্গত, গোটা বিশ্বের নিরিখে যে দুই ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি তারা খ্রিস্টান ও মুসলিম। ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়া, আফ্রিকা সর্বত্রই তাদের সংখ্যা বেশি। এর মধ্যে ইউরোপ ও আমেরিকাতে খ্রিস্টানরা সংখ্যাগুরু। অন্যদিকে এশিয়ার একটা বড় অংশ ও আফ্রিকায় মুসলিমরাই সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি। যদিও ভারতের মতো বৃহৎ দেশে হিন্দুরাই সংখ্যাগুরু। প্রতিবেশী দেশ নেপালেও সনাতন ধর্মাবলম্বীরা সংখ্যাগুরু। অন্য দেশগুলিতে অবশ্য হিন্দু জনসংখ্যা তুলনামূলক ভাবে কমই। বাকি ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যাও ক্রমেই বেড়ে চলেছে। কেবল একটি ব্যতিক্রম রয়েছে।

মায়ের আশীর্বাদ অসীম

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(তেরোতম পর্ব)

তারাপীঠ আজ আন্তর্জাতিক কৌতূহলের কেন্দ্রভূমি। রহস্যের পরে রহস্য আবৃত রেখেছে এই শক্তিপীঠকে। কেন এখানকার দেবী নাম তারা হল, তাই নিয়েও আছে পুরাণের এক কাহিনি। সমুদ্রমন্থনে ওঠা বিষ পান করে শিব হয়ে উঠলেন নীলকণ্ঠ। বিষে জর্জরিত তিনি। সেই যন্ত্রণা থেকে কীভাবে শিব মুক্তি পাবেন। সব দেবতা 'দেবী তারার' কাছে গিয়ে বললেন, শিবকে গরলমুক্ত করতে। 'দেবী তারা' তখন শিবকে আপন সন্তানের মতো কোলে নিয়ে আপন স্তন্য থেকে অমৃত পান করাতে লাগলেন। সেই অমৃত পান করে শিবের

ক্রমশঃ
(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

শতাধিক হোমগার্ড নিয়োগ হতে চলেছে কলকাতা পুলিশে

এবং রাজ্য পুলিশে কর্মরত সিভিক ভলান্টিয়ারদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। নিয়োগ ছাড়পত্রে সেই কথার উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং ৪৫০ জনকে নিয়োগ করা হবে। যাঁরা ফ্রেশার। আর বাকি ৫০ জন কর্মরত সিভিক ভলান্টিয়ার এবং যাঁরা যোগ্য। এই বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পরই সিভিক ভলান্টিয়ারদের মধ্যে একটা আশার আলো দেখা দিয়েছে। এভাবেও সিভিক ভলান্টিয়ারদের উন্নতি সম্ভব। সিভিক ভলান্টিয়ারদের অনেক সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে। বেতন বৃদ্ধি থেকে শুরু করে বোনাস এবং অবসরকালীন ভাতা নির্দিষ্ট করেছে রাজ্য সরকার। এবার উন্নতির পথও।অন্যদিকে সিভিক ভলান্টিয়াররা কলকাতা পুলিশ এবং রাজ্য পুলিশের নানা কাজ করে থাকেন। তাতে পুলিশ ডিপার্টমেন্টের অনেক সুবিধা হয়। এদের মধ্যে অনেকেই আছেন যাঁরা অত্যন্ত যোগ্য। এবার কলকাতা পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা এই হোমগার্ড নিয়োগ করার ক্ষেত্রে একটি এনরোলমেন্ট কমিটি গঠন করবেন বলে সূত্রের খবর। তবে লালবাজার সূত্রে খবর, শুধু এনরোলমেন্ট কমিটিই নয় যোগ্য প্রার্থীদের ৬০ নম্বরের একটি লিখিত পরীক্ষাও দিতে হবে। সিভিক ভলান্টিয়ারদের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম। এই পরীক্ষায় পাশ করার পর হবে প্রশিক্ষণ। আর সেই প্রশিক্ষণ সাফল্যের সঙ্গে নেওয়ার পর হোমগার্ড হিসাবে নিয়োগ করা হবে কলকাতা পুলিশে।

শিবরাত্রি ব্রতের ব্যাখ্যা করেন মহাদেব স্বয়ং

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

হারানো সম্পত্তি ফিরে পাওয়া যায় এবং জীবনের উন্নতি ঘটে। ভানু ভারা প্রদোষ ব্রতঃ রবিবার এই ব্রত পালিত হয়। এই দিনে উপবাস করলে ভক্তরা দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হন এবং জীবনে শান্তি ও সুখ প্রাপ্ত হন।

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

জাতীয় রোপওয়েজ উন্নয়ন কর্মসূচি – পর্বতমালা পরিযোজনার আওতায় উত্তরাখণ্ডের সোনপ্রয়াগ থেকে কেদারনাথ পর্যন্ত (১২.৯ কিলোমিটার) রোপওয়ে প্রকল্পে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদন

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ, ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরোহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত কমিটি উত্তরাখণ্ডের সোনপ্রয়াগ থেকে কেদারনাথ পর্যন্ত ১২.৯ কিলোমিটার দীর্ঘ রোপওয়ে নির্মাণের অনুমোদন দিয়েছে। মোট ৪,০৮১.২৮ কোটি টাকা ব্যয়ে নকশা তৈরি, নির্মাণ, অর্থের যোগান, চালনা ও হস্তান্তর (ডিবিএফওটি) পদ্ধতিতে এই প্রকল্প গড়ে উঠবে।

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে এই প্রকল্প রূপায়ণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এজন্য অত্যাধুনিক ট্রাই-কেবল ডিটাচেবল গন্ডোলা (থ্রি-এস) প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে। এর বহনক্ষমতা হবে একদিকে প্রতি ঘন্টায় ১,৮০০ জন অর্থাৎ, দিনে ১৮,০০০ যাত্রী।

এই রোপওয়ে প্রকল্প কেদারনাথ দর্শনে যাওয়া তীর্থযাত্রীদের বিশেষ উপকারে আসবে। পরিবেশ-বান্ধব, আরামদায়ক এবং দ্রুত এই মাধ্যম যাতায়াতের সময় অনেকটাই কমিয়ে দেবে। কেদারনাথে যেতে বা সেখান থেকে নামতে এক একবারে ৮-৯ ঘন্টা সময় লাগে। এখন তা মাত্র ৩৬ মিনিটে নেমে আসবে।

এই রোপওয়ে প্রকল্পের সুবাদে প্রভূত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। নির্মাণ ও চালনার ক্ষেত্রে কাজের সুযোগ তো হবেই, সেইসঙ্গে পর্যটন শিল্পে এবং সহযোগী ক্ষেত্রগুলিতে সারা বছর কাজের সুযোগ তৈরি হবে।

এই রোপওয়ে নির্মাণ ভারসাম্যপূর্ণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, পাহাড়ি এলাকার প্রান্তিক অঞ্চলের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন এবং দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশের লক্ষ্যে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

বর্তমানে কেদারনাথ মন্দিরে যেতে হলে ১৬ কিলোমিটার পাহাড়ি বন্ধুর পথে হেঁটে উঠতে হয়। ঘোড়া, পালকি বা হেলিকপ্টারে যাওয়ার ব্যবস্থাও রয়েছে। প্রস্তাবিত এই রোপওয়ে তীর্থযাত্রীদের মন্দির দর্শনের ক্ষেত্রে ব্যাপক স্বাচ্ছন্দ্য এনে দেবে। সেইসঙ্গে, যে কোন মরশুমে সোনপ্রয়াগ ও কেদারনাথের মধ্যে যোগাযোগও স্থাপিত হবে।

কেদারনাথ ১২টি পবিত্র জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম। এটি উত্তরাখণ্ডের রুদ্রপ্রয়াগ জেলায় ৩,৫৮৩ মিটার (১১,৯৬৮ ফুট) উচ্চতায় অবস্থিত। অক্ষয় তৃতীয়া (এপ্রিল-মে) থেকে দীপাবলি (অক্টোবর-নভেম্বর) পর্যন্ত বছরে ৬-৭ মাস কেদারনাথ মন্দির দর্শনার্থীদের জন্য খোলা থাকে। প্রতি বছর প্রায় ২০ লক্ষ ভক্ত এই মন্দিরে যান।

মন্ত্রিসভা প্রাণীসম্পদ স্বাস্থ্য ও রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি (এলএইচডিসিপি) সংশোধনীতে অনুমোদন দিয়েছে

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ , ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে আজ প্রাণীসম্পদ স্বাস্থ্য ও রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি (এলএইচডিসিপি) সংশোধনীতে অনুমোদন দেওয়া হল।

এই প্রকল্পটির তিনটি উপাদান রয়েছে। সেগুলি হল- জাতীয় পশু রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি (এনএডিসিপি) এবং এলএইচ অ্যান্ড ডিসি এবং পশু ঔষধী। এলএইচ অ্যান্ড ডিসি এইচ-এর ৩টি উপাদান। সেগুলি হল, জটিল পশু রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি, বর্তমান পশু হাসপাতাল ও ডিসপেনসারিগুলির মানোন্নয়ন ভ্রাম্যমান পশু চিকিৎসা ইউনিট ও পশু রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য রাজ্যগুলিকে সহায়তা করা। পশু ঔষধী হল একটি নতুন উপাদান। এই প্রকল্পের জন্য দু বছরে ৩,৮৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

এলএইচডিসিপি বাস্তবায়নে টিকাদানের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ করা হয়। গবাদি পশুর স্বাস্থ্য সেবা ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া হয় এবং পিএম কিষাণ সমৃদ্ধি কেন্দ্র ও সমবায় সমিতি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে জেনেরিক ভেটেরিনারি ওষুধ পাওয়ার ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করে।

প্রকল্পটি টিকাদান, নজরদারি এবং স্বাস্থ্য সেবা সুবিধার উন্নয়নের মাধ্যমে গবাদি পশুর রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ সাহায্য করবে। এছাড়া এই প্রকল্পটি উৎপাদনশীলতা বাড়াবে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে, উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করবে ও রোগের কারণে কৃষকদের অর্থনৈতিক ক্ষতি প্রতিরোধ করবে।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Bandhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

কলকাতায় ৭ মার্চ ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া রোড শো-এ প্রাক ইভেন্ট প্রেস বিজ্ঞপ্তি

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ , ২০২৫

উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক ৭ মার্চ ২০২৫ তারিখে কলকাতায় উত্তরপূর্ব বাণিজ্য ও বিনিয়োগ রোড শো-এর আয়োজন করেছে। হোটেল জে ডব্লু ম্যারিয়টে সকাল ১০:৩০ মিনিটে এই রোড শো শুরু হবে। উপস্থিত থাকবেন ভারত সরকারের উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক এবং শিক্ষা মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার। এছাড়া উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রকের পরিসংখ্যা উপদেষ্টা শ্রী ধর্মবীর ঝা ও উত্তরপূর্বের রাজ্যগুলির উচ্চপদস্থ প্রতিনিধিরা এই অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন।

উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্য সরকার, ফিকি এবং ইনভেস্ট ইন্ডিয়া-র সহযোগিতায় এই রোড শো-এর আয়োজন করা হচ্ছে।

কলকাতা রোড শো হল উত্তরপূর্ব বিনিয়োগকারী শীর্ষ সম্মেলনের প্রাক সম্মেলন কর্মসূচির অংশ হিসেবে নবম প্রধান রোড শো। এতে উত্তরপূর্বের ৮টি রাজ্য যথা- অরুণাচলপ্রদেশ, আসাম, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, সিকিম ও ত্রিপুরার প্রতিনিধিরা যোগ দেবেন। এই রাজ্যগুলি পরিকাঠামো সহ কৃষি সহযোগী শিল্প, তথ্যপ্রযুক্তি, বস্ত্র, তাঁত বস্ত্রশিল্প, পর্যটন ও আতিথেয়তা, শিক্ষা ও দক্ষতা, স্বাস্থ্য সেবা, বিনোদন ও ক্রীড়া সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সম্ভাবনা তুলে ধরবে। রোড শো-তে বি২জি (ব্যবসা থেকে সরকার) সভাও থাকবে। বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে সরাসরি রাজ্যের প্রতিনিধিদের যোগাযোগের সুযোগ তৈরি হবে।

উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক আয়োজিত উত্তরপূর্ব বিনিয়োগকারী শীর্ষ সম্মেলনের মূল লক্ষ্য বিনিয়োগ আকর্ষণ করা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকে উজ্জীবিত করা। মুম্বাই, হায়দ্রাবাদ, কলকাতা, বেঙ্গালুরু, আহমেদাবাদ এবং চেন্নাইতে এর আগের রোড শো গুলিতে ব্যাপক অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা গেছে।

কলকাতার এই রোড শো-টি হবে শহরে এ ধরনের দ্বিতীয় রোড শো। বিনিয়োগকারীদের রাজ্যের কর্মকর্তাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে দেওয়ার এর লক্ষ্য। উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলির সঙ্গে কলকাতার যে কৌশলগত নৈকট্য রয়েছে তা বিনিয়োগের জন্য একে আদর্শ প্রবেশদ্বার হিসেবে গড়ে তোলে। পূর্ববর্তী রোড শো গুলির সাফল্য এই অঞ্চলে বিনিয়োগকারীদের আস্থাকে আরও মজবুত করেছে। এর ফলে প্রধানমন্ত্রীর "বিকশিত ভারত, বিকশিত উত্তরপূর্ব" দৃষ্টিভঙ্গী বাস্তবায়নে আরও কিছুটা গতি এসেছে।

কলকাতার রোড শো উত্তরপূর্ব ভারতের উন্নয়ন যাত্রায় অংশ নিতে আগ্রহী অনেক সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীকে আকৃষ্ট করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

(৩ পাতার পর)

অভিষেক-ঘনিষ্ঠ সঞ্জয় অতীত! এবার মমতার মানহানির মামলা লড়বেন 'এই' দাপুটে আইনজীবী

তথা দুঁদে উকিল কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

জানা যাচ্ছে, সঞ্জয় বসুর বদলে মমতার হয়ে মামলা লড়বে 'ফক্স অ্যান্ড মণ্ডল কোম্পানি'। এটি একটি সলিসিটর ফার্ম। আইনজীবীদের নিয়োগ করে থাকে এই সংস্থা। তাদের তরফ থেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হয়ে লড়ার জন্য কল্যাণকে নিয়োগ করা হয়েছে।

এদিকে সঞ্জয় বসু বিশিষ্ট আইনজীবী হওয়ার পাশাপাশি অভিষেক-ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের উকিল হিসেবে রাজনৈতিক মহলে তাঁর পরিচয় রয়েছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী হিসেবে সঞ্জয়কে সরিয়ে দেওয়ার বিষয়টিকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। গত বছর বিধানসভা উপনির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর তৃণমূলের সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রেয়াত হোসেনের শপথগ্রহণ ঘিরে জটিলতা দেখা দেয়। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস ডেপুটি স্পিকারকে শপথবাক্য পাঠ করানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। তবে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে ডেপুটি স্পিকার শপথ বাক্য পাঠ করাননি। এই নিয়েই তৈরি হয় জটিলতা।

রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধানের তরফ থেকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, সেই নির্দেশ অমান্য করার জন্য রাজভবনের তরফ থেকে মানহানির মামলা করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ, সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ চারজনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। এবার সেই মামলাতেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী বদল করা হল।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা উত্তরাখণ্ডের গোবিন্দঘাট থেকে হেমকুণ্ড সাহেব জি (১২.৪ কিমি) রোপওয়ে উন্নয়ন প্রকল্প পর্বতমালা পরিযোজনায় অনুমোদন দিয়েছে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরহিত্যে অর্থনৈতিক বিষয়ক কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার কমিটি (সিসিইএ) উত্তরাখণ্ডের গোবিন্দঘাট থেকে হেমকুণ্ড সাহেব (১২.৪ কিমি) রোপওয়ে উন্নয়ন প্রকল্প পর্বতমালা পরিযোজনায় অনুমোদন দিয়েছে। এর জন্য ব্যয় হবে ২,৭৩০,১৩ কোটি টাকা।

বর্তমানে গোবিন্দঘাট থেকে হেমকুণ্ড সাহেব পর্যন্ত ২১ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হয় পায়ে হেঁটে অথবা ঘোড়া ও পাল্কিতে করে। এই রোপওয়েটি তীর্থযাত্রীদের এবং হেমকুণ্ড সাহেবে ভ্রমণকারীদের সুবিধার্থে পরিকল্পনা করা হয়েছে।

রোপওয়েটি সরকারি-বেসরসারি অংশীদারিত্বে তৈরি করা হবে। প্রতি ঘণ্টায় একদিকে ১,১০০ যাত্রী বহন করতে পারবে। প্রতিদিন যাত্রী বহন ক্ষমতা হবে ১১,০০০।

এই রোপওয়ে প্রকল্পটি নির্মাণ ও পরিচালনার সময় আতিথেয়তা, ভ্রমণ, খাদ্য ও পানীয় (এফঅ্যান্ডবি) ও পর্যটনের মতো ক্ষেত্রগুলিতে সারা বছর ধরে উল্লেখযোগ্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে।

হেমকুণ্ড সাহেব উত্তরাখণ্ডের চামৌলি জেলায় ১৫,০০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত। পবিত্র স্থানে প্রতিষ্ঠিত এই গুরুদ্বারটি প্রতি বছর মে থেকে সেপ্টেম্বর এই ৫ মাস খোলা থাকে। বছরে ১.৫ থেকে ২ লক্ষ তীর্থযাত্রী এখানে আসেন। হেমকুণ্ড সাহেব বিখ্যাত ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স-এর প্রবেশদ্বার হিসেবে স্বীকৃত।

সিনেমার খবর

ডাইনি অপবাদে হত্যার প্রতিবাদে ওয়েব সিরিজে মিমি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

টালিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তীর মঙ্গলবার ছিল জন্মদিন। এদিন প্রকাশ্যে এসেছে তার নতুন ওয়েব সিরিজের পোস্টার। সিনেমাপ্রেমী অনুরাগীদের মধ্যে অভিনেত্রীর লুক নিয়ে কৌতূহল দানা বেঁধেছে। তবে কি এবার মিমি ডাইনির ভূমিকায় অভিনয় করতে যাচ্ছেন?

জন্মদিনেই তার অভিনীত নতুন ওয়েব সিরিজের পোস্টারে দেখা যায়, মিমি চক্রবর্তীর মুখে রক্ত ও হাতে কাটারি! অভিনেত্রীর চমকপ্রদ লুক দেখেই অনুরাগীদের কৌতূহল জোরালো হয়েছে। সিরিজের নাম 'ডাইনি'। অনেকেরই মনে প্রশ্ন- তবে অভিনেত্রীকে কি তাহলে এবার ডাইনির চরিত্রে দেখা যাবে?

এমন প্রশ্নের উত্তর পেতে আনন্দবাজার অনলাইন সিরিজের পরিচালক নির্ঝর মিত্রের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। পরিচালক জানালেন, সকাল থেকেই সামাজিক মাধ্যমে এ সিরিজ নিয়ে নানা মত তার নজরে এসেছে। নির্ঝর বলেন, আমার সিরিজে 'ডাইনি হত্যার প্রথা'র বিরোধিতা করতে চেয়েছি। এখনো রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বহু নারীকে ডাইনি অপবাদে হত্যা করা হয়। এই সিরিজ তারই বিরোধিতা করবে।

সংবাদমাধ্যমে খবর পড়েই নির্ঝর বিষয়টি জানতে পারেন এবং তার পর সিরিজ তৈরির সিদ্ধান্ত নেন। তিনি বলেন, ঝাড়খণ্ডে এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে আইন থাকলেও এখনো আমাদের রাজ্যে কোনো আইন তৈরি হয়নি।

পরিচালক বলেন, গত বছর কলকাতা এবং উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন লোকেশনে এই সিরিজের শুটিং করেছেন। তিনি বলেন, উত্তরবঙ্গে আমার ছোটবেলা কেটেছে। তখন চা-বাগানে এ রকম কিছু ঘটনা আমি নিজেও দেখেছি।

এই সিরিজের মাধ্যমে 'সারভাইভাল থ্রিলার' ঘরানাকে বাংলায় ফিরিয়ে আনতে চেয়েছেন নির্ঝর। পরিচালক বলেন, বলিউডে 'এনএইচ টেন' বা দক্ষিণে 'মঞ্জুমেল বয়েজ' আমরা দেখেছি। বাংলায় উত্তমকুমার অভিনীত 'সিস্টার' সিনেমার কথা মনে পড়ছে।

উত্তরবঙ্গের প্রেক্ষাপটে দুই বোনের গল্প বলবে এই সিরিজ। গল্প এখনই খুলে বলতে নারাজ পরিচালক। মিমির চরিত্রটি কী রকম? পরিচালকের হেঁয়ালি উত্তর— এটুকু বলতে পারি, মিমি এখানে ডাইনির চরিত্রে অভিনয় করেনি। নির্ঝর বলেন, পোস্টারের মতোই সিরিজে মিমিকে নতুনভাবে আবিষ্কার করবেন দর্শকরা।

এ সিরিজে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে আরও অভিনয় করেছেন মঞ্চাভিনেত্রী কৌশানী মুখোপাধ্যায়, সুদীপ মুখোপাধ্যায়, শ্রুতি দাস, বিশ্বজিৎ দাস প্রমুখ। সিরিজটি আগামী মাসে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।

মুসলিম হয়েও গরুর মাংস খায় না সালমান খান!

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

মুসলিম ধর্মাবলম্বী হয়েও খাবারের তালিকায় গুরুর মাংস বাদ রেখেছেন ভারতের হিন্দি সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেতা সালমান খান। তিনি জানিয়েছেন, তার মা সুশীলা চরক হিন্দু ধর্মের মানুষ, আর হিন্দু ধর্মে গরুকে মাতৃরূপে পূজা করা হয়, তাই তিনি গরুর মাংস খান না।

এক সাক্ষাৎকারে সালমান খান বলেন, "আমরা গরুকে ভীষণ সম্মান করি। আমার মা হিন্দু ধর্মের মানুষ, সেটাও একটা কারণ। আমাদের পরিবার প্রকৃত

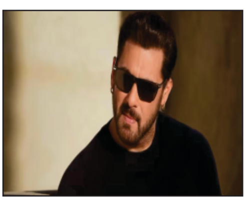

অর্থেই ভারতীয়। আমি গরু এবং শূকরের মাংস ছাড়া সব কিছু খাই।"

ধর্মের প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, "আমার বাবা মুসলিম, মা হিন্দু ধর্মের, এবং আমার দ্বিতীয় মা খ্রিস্টান ধর্মের। তাই সব ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার চেষ্টা করি।" তিনি আরও জানান, তাদের পরিবারে ধর্মীয় বৈচিত্র্য রয়েছে, এবং তিনি সব ধর্মেই বিশ্বাস রাখেন।

সালমান বলেন, "আমার পরিবারের মধ্যে আমরা সব ধর্মের অনুষ্ঠান উদযাপন করি। যেমন গণেশ চতুর্থী, দীপাবলি, ঈদ—এসব আমরা একসাথে পালন করি।"

বর্তমানে সালমান খান তার আসন্ন সিনেমা 'সিকান্দার' এর কাজে ব্যস্ত। এই সিনেমায় তার নায়িকা হয়েছেন দক্ষিণী অভিনেত্রী রাশমিকা মানদানা, এবং সিনেমাটি চলতি বছরের রোজার ঈদে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।

ফিরলেন কোয়েল

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

টালিউড অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক মাতৃত্বের দুই মাসের মাথায় ফিরে এলেন কাজে। ডিসেম্বরে কন্যাসন্তান জন্ম দেওয়ার পর এ প্রথম ক্যামেরার সামনে হাজির হলেন তিনি। বৃহস্পতিবার একটি অ্যাওয়ার্ড শোর জন্য ড্যান্স পারফরম্যান্সের শুটিং করেছেন কোয়েল।

প্রথম সন্তানের পর নিয়মিত যোগাসন, নাচ ও পিলাটেস করে দ্রুত নিজেকে ফিট করে তুলেছিলেন কোয়েল। এবারও ব্যতিক্রম হয়নি। সন্তান জন্মের পর থেকেই চিকিৎসকের পরামর্শে শরীরচর্চা ও মেডিটেশন চালিয়ে গেছেন। কোয়েল বলেন, 'ছোটবেলা থেকেই নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে বড় হয়েছি। অভিনয় যেমন আমার ভালোবাসা, তেমনই মা হিসেবে সন্তানদের জন্য ফিট থাকাটাও জরুরি। তাই স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য নিয়মিত ব্যায়াম চালিয়ে গেছি।'

কোয়েলের কথায়, 'অনেক দিন পর মঞ্চে ফিরে অন্যরকম অনুভূতি হলো। ছোটপর্দার ১০ জন জনপ্রিয় অভিনেতার সঙ্গে নাচের পারফরম্যান্স করলাম। শেষবার পারফর্ম করেছিলাম অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার আগে, তাই এবার অভিজ্ঞতাটা বেশ স্পেশাল।'

মাতৃত্বকালীন বিরতিতে যাওয়ার আগে কোয়েল তিনটি সিনেমার শুটিং শেষ করেছিলেন। মুক্তির অপেক্ষায় আছে 'সোনার কেল্লায় যকের ধন', 'স্বার্থপর' ও 'একটি খুনির সন্ধানে মিতিন'। সায়ন্তন ঘোষাল পরিচালিত 'সোনার কেল্লায় যকের ধন'-এ কোয়েলের সঙ্গে দেখা যাবে পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়কে। অন্যদিকে, 'একটি খুনির সন্ধানে মিতিন' সিনেমায় আবারও মিতিন মাসির ভূমিকায় ফিরছেন কোয়েল। আর 'স্বার্থপর' ছবিতে দীর্ঘদিন পর বাবার সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করেছেন তিনি।

নতুন কিছু প্রজেক্ট নিয়েও আলোচনা চলছে। আপাতত চিত্রনাট্য পড়ছেন, গল্প পছন্দ হলেই নতুন কাজে যুক্ত হবেন বলে জানিয়েছেন কোয়েল মল্লিক।

ইনস্টাগ্রাম বার্তায় সব শঙ্কা উড়িয়ে দিলেন নেইমার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

গত কয়েক বছর ধরে নেইমারকে অনেক বেশি ভুগিয়েছে চোট। এই কারণে বর্তমানে সামান্য সমস্যাতেও বড় দুর্ভাবনা জাগে। সান্তোসের সবশেষ ম্যাচেই যেমন শেষ দিকে তিনি উঠে যাওয়ায় নতুন করে চোট শঙ্কা জাগে। তবে এবার তেমন কিছুই হয়নি বলে ভক্ত-সমর্থকদের নিশ্চিত করেছেন ব্রাজিলিয়ান তারকা।

পাউলিস্তা চ্যাম্পিয়নশিপে গত রবিবার ব্রাগানচিনোর বিপক্ষে ম্যাচের নবম মিনিটে ডি-বক্সের বাঁ দিক থেকে বাঁকানো ফ্রি কিকে দলকে এগিয়ে নেন নেইমার। ম্যাচটি ২-০ ব্যবধানে জিতে সেমি-ফাইনালে ওঠে সান্তোস। পরে নেইমার উরুতে সমস্যা অনুভব করায় ৭৬তম মিনিটে তাকে তুলে নেন কোচ। বেঞ্চে তাকে প্রাথমিক চিকিৎসাও নিতে দেখা যায়। এতেই ভক্তকূলে শঙ্কা জাগে আবার কি চোট আঘাত হানল নেইমারের শরীরে।

সান্তোসের কোচ পেদ্রো কাইশিনিয়ার কথায়ও সেই শঙ্কা আরেকটু বাড়ে। ম্যাচের পর সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, বুধবার (৫ মার্চ) দল অনুশীলনে ফিরলে তখন নেইমারের অবস্থা পর্যালোচনা করা হবে। তবে ৩৩ বছর বয়সী তারকা ফরোয়ার্ড পরে ইনস্টাগ্রাম বার্তায় সব শঙ্কা উড়িয়ে দেন।

নেইমার জানান, "আমি ভালো আছি। (ম্যাচের সময়) আমি কিছুটা অস্বস্তি বোধ করছিলাম, তাই তখন উঠে যাওয়ায় ভালো মনে হয়েছিল। অনেক দিন পর আমি এতটা তীব্রতা নিয়ে কোনো ম্যাচ খেলেছি... নিজের পূর্ণ ফিটনেসে ফিরতে পেরে আমি খুব খুশি। বার্তা দিয়ে পাশে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ।"

বার্সেলোনায় অসাধারণ সব সাফল্যে ভরা সময় কাটিয়ে ২০১৭ সালে পিএসজিতে যোগ দেন নেইমার। বলা যায়, এরপর থেকেই মূলত চোটে তার চরম ভোগান্তির শুরু। বারবার চোটের আঘাত ও ফর্মহীনতায় প্যারিসে নিজেকে সেরারূপে কখনোই মেলে ধরতে পারেননি তিনি।

২০২৩ সালে নেইমার পাড়ি জমান সৌদি আরবে, গায়ে তোলেন আল হিলালের জার্সি। কিন্তু এখানে চোট সমস্যা আরও বড় ছোবল হানে; ক্লাবটিতে ১৮ মাসের ক্যারিয়ারে মাত্র সাতটি ম্যাচ খেলতে পারেন তিনি। হতাশাময় ওই অধ্যায় শেষে সম্প্রতি শৈশবের ক্লাব সান্তোসে ফিরে আসেন নেইমার এবং কয়েক ম্যাচেই সেই পুরনো রূপে ফেরার আভাস দিচ্ছেন তিনি। সান্তোসের হয়ে সবশেষ চার ম্যাচে তিনটি গোল করেছেন নেইমার। ফ্রি কিকের এই গোলের আগের সপ্তাহেই কর্নার থেকে সরাসরি জালে বল পাঠিয়েছিলেন তিনি।

ওয়ানডের শীর্ষ অলরাউন্ডার আফগানিস্তানের ওমরজাই

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

চলতি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ব্যাটে-বলের ঝলক দেখিয়ে আইসিসি ওয়ানডে র‍্যাংকিংয়ে প্রথমবার শীর্ষে উঠেছেন আফগানিস্তানের আজমতউল্লাহ ওমরজাই।

বুধবার র‍্যাংকিংয়ের সাপ্তাহিক হালনাগাদ প্রকাশ করে আইসিসি। যেখানে সতীর্থ মোহাম্মদ নবীকে টপকে অলরাউন্ডারদের চূড়ায় উঠেছেন তিনি।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির গ্রুপপর্বে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ব্যাট হাতে ৪১ রানের পর বল হাতে ৫ উইকেট নিয়ে দলকে জয় এনে দেন ওমরজাই। পরে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৬৭ রানের ইনিংস খেলেন। বল হাতেও একটি উইকেট পান। যদিও বৃষ্টি কারণে ম্যাচটি পরিত্যক্ত হয়।

তবে নিজের দারুণ পারফরম্যান্সে তার রেটিং পয়েন্ট এখন ২৯৬। আর নবীর পয়েন্ট ২৯২। তিন নম্বরে থাকা সিকান্দার রাজার রেটিং ২৯০।

৭-১ গোলের জয়ে নতুন রেকর্ড আর্সেনালের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ডাচ ক্লাব পিএসভির আইন্দোহফেনের ঘরের মাঠে গুণে গুণে সাত গোল দিয়েছে আর্সেনাল। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ১৬তে এমন দুর্দান্ত ফলাফলের সুবাদে কোয়ারটার ফাইনালে বলতে গেলে এক পা দিয়েই রেখেছে গানার্সরা। চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ইতিহাসে নকআউট পর্বে প্রতিপক্ষের মাঠে ৭ গোলের ঘটনা এটিই প্রথম। শেষ পর্যন্ত আর্সেনাল বাড়ি ফিরেছে ৭-১ গোলের জয় নিয়ে।

চোটের কারণে আর্সেনালের স্কোয়াডে ছিলেন না কায়ো সাকা, গ্যাব্রিয়েল জেসুস, গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেলি। তাতে মোটেই আটকাতে হয়নি গানার্সদের। ম্যাচের ৩১ মিনিটের মাঝেই ৩-০ গোলের লিড তাদের। ১৮ মিনিটে জুরিয়েন টিম্বারের গোলে এগিয়ে যায় তারা। তিন মিনিট পর ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ইথান নোয়ানেরি। দুজনেই চ্যাম্পিয়ন্স লিগে এদিন পেয়েছেন প্রথম গোল।

৩১ মিনিটে ডিবক্সের ভেতর প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়ের ভুলে বল পেয়ে স্কোরলাইন ৩-০ করেন মিকেল মেরিনো। প্রথমার্ধের শেষ দিকে ৪৩ মিনিটে পেনাল্টি থেকে পিএসভিকে গোল এনে দেন নোয়া লাং।

আর্সেনাল পরের ৪৫ মিনিটে করে আরও চার গোল। ৪৭তম মিনিটে ওডেগার্ড ও পরের মিনিটে ট্রোসার্ডের গোলে বড় জয়ের পথে এগিয়ে যায় আর্সেনাল। ৭৩তম মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন ওডেগার্ড। আর ৮৫তম মিনিটে পিএসভির কফিনে সপ্তম পেরেক ঠুকে দেন ক্যালাফিওরি। পিএসভি মাঠ ছাড়ে ঘরের মাঠে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের নকআউটের ম্যাচে সবচেয়ে বেশি গোল হজমের তিক্ত রেকর্ড নিয়ে।

বড় ব্যবধানে জিতে পরের পর্বে এক পা দিয়ে রাখা আর্সেনাল শেষ আটে মুখোমুখি হবে রিয়াল মাদ্রিদ-অ্যাতলেটিকোকোর মধ্যে জয়ী দলের। বার্নাব্যুতে রদ্রিগো এবং ব্রাহিম দিয়াজের গোলের সুবাদে রিয়াল প্রথম লেগ জিতেছে ২-১ গোলে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata- 700019 & 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR